দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 DEC 2002
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

# বিশ্বায়নের ফলে জাতি রাষ্ট্রের সীমান্ত অনিশ্চিত থাকবে॥ ইতিহাস সম্মেলনে আলোচনা

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হওয়া ছিল গত শতাব্দীতে এশিয়ার ইতিহাসে অভিন্ন একটি ধারা। আর তাতে এশিয়াবাসীরা সফল হলেও সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটি অপরিবর্তিত থাকায় স্বাধীনতা জনগণের ভাগ্যের প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বায়ন এশিয়ার দোরগোড়ায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে কি এশিয়ার দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলো ভৌগোলিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পারবে?

প্রশ্নটি উচ্চারিত হয় শনিবার আডলিয়ার খাগানে ব্র্যাক কেন্দ্রে এশীয় ইতিহাস সম্মেলনে। আলোচনার বিষয় ছিল "এশিয়ার জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশ শক্তির হাত থেকে মুক্তি"।

প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ ইন্দোনেশিয়ার প্রফেসর তৌফিক আবদুল্লাহ বলেন, বিশ্বায়ন জাতি-রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারবে না, কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রের সীমান্ত অনিশ্চিত থাকবে। বাংলাদেশের প্রফেসর এএফ সালাউদ্দিন, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনসহ অনেকে এ আলোচনায় অংশ নেন।

## পরবর্তী সম্মেলন তাইওয়ানে

এশীয় ইতিহাসবিদদের আন্তর্জাতিক সমিতির (আইএএইচএ) বর্তমান সম্মেলনের সভাপতি প্রফেসর কেএম মোহসিন জানান, পরবর্তী সম্মেলন আগামী ২০০৪ সালে তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। তাইওয়ানের প্রফেসর শিন-হুয়াং মাইকেল শিয়া সমিতির পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

পাঁচদিনের সম্মেলন আজ রবিবার শেষ হবে।

## ঔপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম

অন্যান্য কর্ম অধিবেশনের আলোচনায় বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিত্র ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরায়েজী আন্দোলন কিভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল তার বর্ণনা দেন বাংলাদেশের প্রফেসর নুরুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন যে, গরিব চাষীদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে ফরায়েজীরা ধর্ম ও অর্থনীতিকে পরস্পরের মধ্যে সম্পৃক্ত করেছিল।

যুক্তরাজ্যের ড. জন ই উইলসন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালীদের "পাবলিক" হওয়ার মনোজ্ঞ বর্ণনা করে জানান যে, সনাতন ঐতিহ্য ধ্বংস করে এ পাবলিকরা আবির্ভূত হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ ১৯১৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে জাপানের অবদান বর্ণনা করেন। নেতাজী সুভাষ বসুকে জাপান সরকার আশ্রয়ও দিয়েছিল।

ভারতের ড. টিআর শারীন জানান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা জার্মানি ও তুরস্ক এবং রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।

ভারতীয়দের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল বলে ভারতের প্রফেসর শ্যামাপ্রসাদ ভৌমিক জানান এবং বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবীরা বিদেশী শক্তির সাথেও হাত মিলিয়েছিল।